187

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 SEP 1996
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৪

দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত হবে খবর প্রসঙ্গে এমাজউদ্দিন আহমদের ব্যাখ্যা

দৈনিক জনকণ্ঠে 'এমাজউদ্দিনের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করা হবে' শিরোনামে প্রকাশিত খবর বিষয়ে ঢাকা ভার্সিটির সাবেক ভিসি এমাজউদ্দিন আহমদ একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অতিরিক্ত ৩০ হাজার ঢাকা টিএ/ডিএ গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি গ্রহণ করেছি ১৮ হাজার ২১৬ টাকা বিধিবিধান অনুযায়ী যা তার প্রাপ্য তাই-ই তিনি নিয়েছেন বলে দাবি করেন। তিনি জানান, তার পূর্বসূরি ভিসিরাও এই হারে টিএ/ডিএ গ্রহণ করেছেন।

অবৈধ উপায়ে ঠিকাদারের মাধ্যমে বাসাবোতে দু'টি ফ্ল্যাট বাড়ি, এলিফ্যান্ট রোডে একটি প্রাসাদোপম বাড়ি, ও উত্তরায় প্লটসহ বিপুল সম্পদের মালিক হবার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন। তিনি তার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, ১৯৬৫ সালে তার প্রথম বইটি 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা' প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের কাছ থেকে তিনি চার হাজার টাকা পান ওই টাকায় বাসাবোর ৬০, কদমতলায় পৌনে চার কাঠা জমি কেনেন ওই বছরই। তিনি বলেন, 'যেদিন ঐ বাড়ির একতলার ছাদ ঢালাই করা হয় ঐদিন ছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। রমনা রেসকোর্সে সেদিন বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঐ বাড়িটি সম্পূর্ণ হয় ১৯৯১ সালে। আমি উপ-উপাচার্য হয়েছি ১৯৮৬ সালের ১২ ডিসেম্বর।

সাবেক ভিসি এমাজউদ্দিন বাসাবোতে অপর একটি ফ্লাট বাড়ি কেনা প্রসঙ্গে বলেন, বিদেশে সঞ্চিত অর্থ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে তার ১৮ বিঘা জমি বিক্রি করে বাসাবোয় আড়াই কাঠার ওপর একটি অসম্পূর্ণ বাড়ি কেনা হয়। এলিফ্যান্ট রোডে বাড়ি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পৌনে পাঁচ কাঠার একটি জমি তিনি কেনেন ১৯৮৯ সালে। তার চার ছেলেমেয়ের সঞ্চিত অর্থে এ জমির ওপর বাড়ির ভিত্তি দেয়া হয় ১৯৯১ সালে।

ঢাকা ভার্সিটিতে শিক্ষক হিসাবে তার জামাই এএসএম আতিকুর রহমানের নিয়োগ বিষয়ে তিনি বলেন, তার সম্পর্কে যে অভিযোগ এসেছে তা ঈর্ষাজনিত কারণে, বিদ্বেষপ্রসূত। নিয়োগ বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে ভার্সিটিতে এককভাবে কেউ সিদ্ধান্ত নেন না। নির্বাচনী কমিটি সুপারিশ করলে বোর্ড অব গর্বনরসে তা অনুমোদিত হয়। চূড়ান্তপর্বে সিন্ডিকেটে তা অনুমোদিত হলে নিয়োগ বা পদোন্নতি ঘটে।

সমাজকল্যাণে ১৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি সম্পর্কে সাবেক ভিসি বলেন, এক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়নি বরং হয়েছে ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগ। তিনি গত কয়েক বছরে ৬০/৭০ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে ভর্তি করিয়েছেন যদিও তাদের কোন ভর্তি কোটা নেই। কোটাভিত্তিক উপজাতীয় ছাত্রছাত্রী ও ভাল খেলোয়াড়দের ভর্তি করা হয়েছে। যে ১৫ জনের ভর্তির কথা বলা হয়েছে তারা হচ্ছেন '৯০-এর গণআন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র নেতৃবৃন্দের কয়েকজনের ভাইবোন।